



149111 - এমন অর্থ দিয়ে হজ্জ আদায় করা যে অর্থের মূল হচ্ছে- সুদা ঋণ

প্রশ্ন

প্রশ্ন: কিছুকাল আগে আমি গাড়ী কনোর জন্য একটি সুদা ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়েছি। তবে, এখন আমি আমার সবে সুদা লেনদেনের জন্য অনুতপ্ত, আমি আল্লাহর কাছে তওবা করছি এবং দোয়া করি আল্লাহ যেন আমার তওবা কবুল করেন। এখন আমি সবে গাড়ীটি বিক্রি করে দিয়েছি। এ বছর আমি হজ্জে যেতে চাচ্ছি। আমার কাছে অন্য কোন অর্থ নেই। আমার জন্য সবে গাড়ীর বিক্রি মূল্য দিয়ে হজ্জ করা জায়যে হবে কি? উল্লেখ্য, আমি এখনো আমার মাসিকি বতেন থেকে সুদভিত্তিকি সবে ঋণের কিস্তি ব্যাংককে পরিশোধ করে আসছি। আমার মাসিকি বতেন আমার হাতে আসার কয়েকদিন আগেরই সরাসরি সবে ঋণের কিস্তি কটে নেয়া হয়। এছাড়া আমার আর কোন অর্থের উৎস নেই। আমাকে পরামর্শ দ্বিনে।
জাযাকুমুল্লাহু খাইরা।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

আলহামদুলিল্লাহ।

ঋণ দোয়া কথিবা গ্রহণ করা উভয় ক্ষেত্রেই সুদা লেনদেনে করা নাজায়যে। যে ব্যক্তি এ গুনাতে লিপ্ত হয়েছেন তার উচিত এ গুনাহ থেকে মুক্ত হয়ে, অনুতপ্ত হয়ে ও পুনরায় এ গুনাতে লিপ্ত না হওয়ার দৃঢ় সিদ্ধান্ত নিয়ে আল্লাহর কাছে তওবা করা। সুদা ঋণ গ্রহণ করা জঘন্য হারাম হওয়া সত্ত্বেও এর মাধ্যমে সঠিকি মালকিনা অর্জিত হয়। তাই সুদভিত্তিকি গৃহীত ঋণ আপনার মালকিনাধীন সম্পদ; এর মাধ্যমে আপনি ইচ্ছামত বধৈ সব সুবধি গ্রহণ করতে পারেন যমেন- গাড়ী খরিদি করা ইত্যাদি।

দখুন: আব্দুল্লাহ বনি মুহাম্মদ আল-উমরান রচিত 'আল-মানফাআ ফলি ক্বারদ' (পৃষ্ঠা- ২৪৫-২৫৪)

অতএব, আপনার কাছে যে অর্থ আছে সেটো দিয়ে হজ্জ আদায় করা জায়যে হবে। পূর্বধৈ তওবা করার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ব্যাংকের কিস্তি পরিশোধ করা চলমান থাকাতে আপনার কোন ক্ষতি হবে না।

ঋণ থাকা সত্ত্বেও হজ্জ আদায় করতে কোন অসুবধি নেই; যদি সবে ঋণ বলিম্বে পরিশোধযোগ্য হয় কথিবা কিস্তিভিত্তিকি হয় এবং উপযুক্ত সময়ে আপনি সবে ঋণ আদায়ের সামর্থ্য রাখেন। দখুন: 3974 নং ও 4241 নং প্রশ্নোত্তর।



আমরা আল্লাহর কাছে আমাদের জন্য ও আপনার জন্য তাওফিকি প্রার্থনা করছি।

আল্লাহই ভাল জানেন।